৪০

২০.১২.২০২৩

ড.প.

হাইকোর্টে কলকাতা

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপিলের দিক

ডাবলু.পি.এ ২৬১০৫ এর ২০২৩

সন্দীপ কুমার দে

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

শ্রী রণনীশ গুহ ঠাকুরতা,

কুমারী সেউজীতি সেনগুপ্ত,

কুমারী দীপা রায়।

... আবেদনকারীর জন্য।

শ্রী দীপক কুমার মুখোপাধ্যায়,

শ্রী রাজীব মুখার্জি,

কুমারী শ্যারেয়সী ভাদুড়ি।

... ভাটপাড়া পৌরসভার জন্য।

শ্রী স্বপন কুমার চ্যাটার্জি।

... রাষ্ট্রের জন্য।

হলফনামা – বিরোধী এবং হলফনামা- উত্তর আজ আদালতে দায়ের করা মামলাগুলো রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশটি ভাটপাড়া পৌরসভার চেয়ারপারসন কর্তৃক গৃহীত গ্রাচুইটি বিলম্বিত পরিশোধের কারণে সুদ প্রদানের জন্য আবেদনকারীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনে বাতিল করা হয়েছে।

আবেদনকারী ২০১৬ সালে ভাটপাড়া পৌরসভার একজন কর্মচারী হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন এবং ২০২৩ সালে আবেদনকারী এই আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার পরে এবং অবমাননার আবেদন করার পরেই ২০২৩ সালে গ্র্যাচুইটির পরিমাণ পান। অবমাননার হুমকিতে আবেদনকারীর গ্র্যাচুইটির পরিমাণ ছেড়ে দেওয়া হয়।

পৌরসভাকে গ্রাচুইটি সহ অবসরকালীন বকেয়া পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে আবেদনকারীর দায়ের করা আগের আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। সুদ মঞ্জুর করার প্রশ্নটি উন্মুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং আদালত সিদ্ধান্ত নেয়নি। অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তির সময় আবেদনকারীকে আইন অনুযায়ী বিলম্বিত গ্র্যাচুইটি প্রদানের সুদ দাবি করার পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এরপর আবেদনকারী সুদ পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। একই 'মওকুফ এবং এস্টপেলের মতবাদ' নীতির উপর নির্ভর করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

পৌরসভা গ্র্যাচুইটি বিলম্বিত পরিশোধের কারণে সুদের জন্য প্রার্থনার তীব্র বিরোধিতা করে। মিউনিসিপ্যালিটি হলফনামা দাখিল করেছে - বিরোধিতা দাবিত্যাগ এবং এস্টপেলের নীতির উপর নির্ভর করে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে পূর্বের অনুষ্ঠানে আবেদনকারীর উল্লিখিত প্রার্থনা আদালত কর্তৃক অনুমোতি না হওয়ায়, আবেদনকারীকে সুদ পরিশোধের বিষয়টি উত্থাপন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এটা নিতে হবে যে আবেদনকারী তার সুদ দাবি করার অধিকার মওকুফ করেছেন।

উল্লিখিত দাখিলের সমর্থনে, পৌরসভা বিএসএনএল এবং অন্যান্য বনাম সুভাষ চন্দ্র কাঞ্চন ও আরেকজন-এর বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের উপর নির্ভর করে। রিপোর্ট ২০০৬ (৮) এসসিসি ২৭৯ অনুচ্ছেদ ২০.

উল্লিখিত বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩ বিধি ১ এর উপর নির্ভর করে এবং বলে যে একজন ব্যক্তির আইনগত অধিকার থাকতে পারে তবে যদি এটি মওকুফ করা হয় তবে তা প্রয়োগ করার জন্য জোর দেওয়া যাবে না।

পৌরসভার মতে, আবেদনকারী সুদ দাবি করার অধিকার মওকুফ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী, এই পর্যায়ে সুদের জন্য প্রার্থনা করা যাবে না।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১৪ বিধি ২ এর বিধানের উপরও নির্ভর করা হয়েছে।

আমি উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে দাখিল করা বক্তব্য শুনেছি এবং বিবেচনা করেছি। আদালত পূর্বের রিট আবেদন নিষ্পত্তি করার সময় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছে যে গ্র্যাচুইটি দাতব্য নয় এবং এটি কর্মচারীর প্রাপ্য। আদালত এই বিষয়টির দিকে খেয়াল করেছেন যে তহবিলের স্বল্পতার কারণে আবেদনকারীর টার্মিনাল বকেয়া মুক্তি দেওয়া যায়নি। আদালত পৌরসভাকে মুক্তির জন্য সরকারের কাছে তহবিলের জন্য যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

আদালত আরও রেকর্ড করেছে যে তহবিল প্রকাশের বিষয়ে রাজ্য এবং পৌরসভার মধ্যে ঝগড়া তার গ্রাচুইটি পাওয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে না। একইভাবে নিপীড়নমূলক, হয়রানিমূলক এবং প্রবীণ নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘনকারী।

আদালত এই সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিল যে পৌরসভা টার্মিনাল বকেয়া মুক্তির জন্য তহবিলের অভাবের আবেদন করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে, আদালত পৌরসভাকে মূল অর্থ প্রদানের সাথে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় এবং আদালত সুদের বিষয়টি উন্মুক্ত রেখে দেয়। আদালত কখনোই সুদের ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেয়নি। আদালত সচেতন ছিল যে কর্মচারী সুদের সাথে পরিমাণ পাওয়ার অধিকারী কিন্তু আদালত প্রথমে পৌরসভাকে মূল অর্থ প্রদানের অনুমতি দিতে চেয়েছিলেন এবং তারপরে সুদের অংশের সাথে লেনদেন করতে চেয়েছিলেন।

অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তির সময়, আদালত আবেদনকারীকে স্বাধীনতা প্রদান করেন সুদ দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে। আবেদনকারীর স্বার্থ দাবি করার অধিকার আদালত কখনই বন্ধ করে দেয়নি। বিপরীতে, পরবর্তী কার্যধারায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি খোলা রেখে দেওয়া হয়েছিল।

দেখা যায় যে কর্মচারী অনেক আগেই অবসরে গেছেন এবং গ্রাচুইটি প্রদানের পরই আবেদনকারী রিট পিটিশন দায়ের করার পরে অবমাননার আবেদন করে। টার্মিনাল পেমেন্ট করতে বিলম্বের কারণে নিয়োগকর্তা সুদ দিতে বাধ্য। নিয়োগকর্তার একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর টার্মিনাল বকেয়া উপর বসার কোন অধিকার নেই কারণ ৪

নিয়োগকর্তার মিষ্টি ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুসারে কর্মচারীর অনুকূলে বিতরণ করা নিয়োগকর্তার হাতে অনুগ্রহ নয়।

ভারতীয় সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের অধীনে পৌরসভা একটি 'রাজ্য' হওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে তার আইনি বকেয়া থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা উত্থাপন করা উচিত নয়। রাজ্যের একটি অঙ্গ হওয়ায় পৌরসভাকে একজন মডেল নিয়োগকর্তা হিসাবে কাজ করা উচিত এবং কর্মচারীকে তার অবসর গ্রহণের সাথে সাথে তার বকেয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, কর্মচারী অবসর নেওয়ার অনেক পরে গ্রাচুইটি ছেড়ে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় পৌরসভাকে সুদ পরিশোধ করা হবে না বলে দাখিল করতে শোনা যাচ্ছে না।

উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রত্যাখ্যানের অপ্রকৃত আদেশ বাতিল করা হয়। পৌরসভাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত গ্রাচুইটি পরিমাণের উপর @ ১০% বার্ষিক সুদ দিতে হবে। যদি আজ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, তবে পৌরসভা কর্মচারীকে বিলম্বিত অর্থ প্রদানের কারণে ৩% পএ অর্থাৎ ১০ + ৩ = ১৩% বার্ষিক অতিরিক্ত সুদ দিতে বাধ্য থাকবে।

গ্রাচুইটি প্রদেয় হওয়ার তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণে গণনা করতে হবে।

রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি হয়।

এই আদেশের জরুরী প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিক আইনী আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপাতি,অমৃতা সিনহা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।